ঝেলিমখান মুরদালভ
রাশিয়ান ফেডারেশন

অধিকারের জন্য লিখুন ২০১০

এখনই পদক্ষেপ নিন

বিশ্বের হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আপনিও প্রতিদিন মানবাধিকার লংঘনের হুমকির শিকার হওয়া মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের পাশে দাড়ান।

রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানিয়ে লিখুন:

■ ঝেলিমখান মুরদালভের কি হয়েছে তা নিশ্চিত করুন, এবং এব্যাপারে কোন তদন্ত চালু থাকলে অগ্রগতি সম্পর্কে তার পরিবারকে জানান;

■ ঝেলিমখান মুরদালভের নির্যাতন ও বলপূর্বক অন্তর্ধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে শনাক্ত হওয়া দুইজন পুলিশ কর্মকর্তা কোথায় আছে তা জানতে ও তাদেরকে ন্যায়বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিন।

লেখা নিচের ঠিকানায় পাঠান:
President of the Russian Federation
Dmitry Anatolevich Medvedev
ul. Ilyinka, 23
103132 Moscow
Russian Federation

ফ্যাক্স +7 495 9102134
সম্বোধন: Dear President Medvedev

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

www.amnesty.org
/individuals-at-risk
October 2010
Index: EUR 46/036/2010
Bengali

ঝেলিমখান মুরদালভের জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

ছবি: © প্রাইভেট

ছাব্বিশ বছর বয়সী ছাত্র ঝেলিমখান মুরদালভ-কে যখন রাশিয়ান ফেডারেশনের চেচনিয়াতে আটক করা হয়েছিল তখন থেকে আর তাকে দেখা যায়নি।

ঝেলিমখান মুরদালভ-কে অবৈধভাবে মাদক রাখার সন্দেহে ২০০১ সালের ২ জানুয়ারিতে চেচেনের রাজধানী গ্রোজনির ওকটিয়াব্রসকী জেলায় আটক করা হয়। তার পরিবারের সদস্যরা কয়েকবার থানায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদেরকে সেখানে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ৫ জানুয়ারি থানার কর্মকর্তারা দাবী করেন যে, ঝেলিমখান মুরদালভকে ওই দিন সকালে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

ওকটিয়াব্রসকী জেলা আদালত ২০০৫ সালের ২৯ মার্চ জানতে পেরেছে যে, খান্তি-মানসিস্ক অঞ্চল থেকে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে চেচনিয়াতে আসা কেন্দ্রীয় বিশেষ দাঙ্গা পুলিশ ইউনিটের (ওএমওএন) সদস্য সার্গেই লাপিন ওকটিয়াব্রসকী জেলার থানাতে ঝেলিমখান মুরদালভকে কিল, ঘুষি ও লাথি মেরেছে এবং একটি রাবারের মোটা লাঠি দিয়ে তাকে কয়েকঘন্টা ধরে পিটিয়েছে। এসময়ে তাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা আদালতকে জানিয়েছেন যে, কারাকক্ষে ফেরত নিয়ে যাওয়ার পর ঝেলিমখান মুরদালভ দাঁড়াতে পারছিলেন না এবং তিনি কয়েকবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল, কান ছিঁড়ে গিয়েছিল, এবং মাথায় আঘাতের জখম এতোটাই মারাত্মক ছিল যে তিনি মারা যেতে পারতেন। আদালত আরো জানতে পেরেছে যে, পরেরদিন পুলিশ কর্মকর্তারা ঝেলিমখান মুরদালভকে একটি গাড়িতে করে ওকটিয়াব্রসকী জেলার থানা থেকে সরিয়ে নেয়।

আদালত ঝেলিমখান মুরদালভকে নির্যাতনের অভিযোগে লেফটেন্যান্ট সার্গেই লাপিনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাড়ে দশবছরের সাজা দেয়। তিনি বর্তমানে সাজা খাটলেও ঝেলিমখানের বলপূর্বক নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি। একজন কমান্ডার এবং একজন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাকে ঝেলিমখানের নির্যাতন ও বলপূর্বক অন্তর্ধানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে শনাক্ত করে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদেরকে কেন্দ্রীয় ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু চার বছরেরও বেশি সময় পার হওয়ার পরও তারা কোথায় আছেন সেসম্পর্কে কোন কিছু জানা যায়নি।

ঝেলিমখান মুরদালভের মাতাপিতা তাদের ছেলের ন্যায়বিচারের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন, এবং এজন্য তাদেরকে হয়রানি ও হুমকির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাদের চেষ্টার কারণেই সার্গেই লিপিনের বিচার হয়েছে। তবে এক পর্যায়ে ঝেলিমখান মুরদালভের মা ও বোনকে নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে দেশ ছাড়তে হয়েছে। তার বাবা আস্তেমির মুরদালভ রাশিয়াতেই আছেন এবং তার সন্তানের জীবনে কি ঘটেছে জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।